

কার যে কোথায় দাসখত

২০০০ সালের জুলাই মাস। জিল্যান রিজিয়নে একটা থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। রেডিওতে (ওয়াকিটকি) বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে, সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ যেন রেজিস্ট্রেশন সেন্টার না খুলি। বিষয় কি? জনার জন্য এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছি। কেউ কিছুই জানে না। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সবাই শুধু একটা কথাই বলছে, দেয়ার ইজ অ্যা সিকিউরিটি থ্রেট। বড় ধরনের ডেমোনেস্ট্রেশন হবে। কিন্তু কেন হবে? কিসের ডেমোনেস্ট্রেশন? গতকাল রাত পর্যন্ত সারা ভিটিনা শহরে ঘুরে বেড়ালাম। কোথাও কোনো আশঙ্কার চিহ্ন দেখলাম না। আমরা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে স্থানীয় অধিবাসীদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সহযোগীতা নিয়ে ষোলোর্থ বয়েসী কসোভোবাসীদের রেজিস্ট্রেশন কার্য পরিচালনা করছি। গতকাল বিকালেও কাজ করে এলাম। সেন্টার বন্ধ করার সময় প্রতিদিনের মতো গতকালও স্থানীয় কিশোর-কিশোরীরা আমাদের সহযোগীতা করেছে। হঠাৎ আজ সকালে এমন কি লঙ্কাকান্ড ঘটলো যে পুরো জিল্যান রিজিয়নের ৩৫টি রেজিস্ট্রেশন সেন্টার বন্ধ রাখতে হবে? লঙ্কাকান্ড না ঘটুক অন্তত পিয়াজ-রশুন কান্ডতো একটা ঘটেছেই। কয়দিন আগে খবর এলো, ল্যান্ডমাইন ফুটে আমাদের এক রেজিস্ট্রেশন টিম সেন্টারে যাওয়ার পথে শেষ। গাড়ি উড়ে গেছে। বারোজনই ডেড। পরে জানতে পারলাম, রেজিস্ট্রেশন টিম না, কয়েকটি গরু মারা গেছে। আর কয়েকটির অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘাস খেতে খেতে বেচারা গরুর দলটি মাইনে পা দিয়ে ফেলেছিল। গরুদের জন্যতো আর মাইন সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেই।

জল্পণা-কল্পণার শেষ নেই, ফলাফল শূন্য। এখনো কিছুই জানা যাচ্ছে না। আর যতক্ষণ জানা যাচ্ছে না, আমাদের কাজে যাওয়াও হচ্ছে না।

রেডিওগুলি গরম হয়ে উঠছে। কথার খই ফুটছে সিকিউরিটি সেকশনের মুখে। ভিটিনা ফিল্ড অফিসের সামনের রাস্তায় হাত-পা ছেড়ে আয়েশ করছে ৬টি রেজিস্ট্রেশন টিমের ৭২জন দেশী-বিদেশী কর্মী। স্থানীয় কর্মীদের বেশিরভাগই বয়সে তরুণ। কসোভোর মানুষের গায়ের রঙ শাদা হলেও চামড়া পশ্চিম ইউরোপীয়দের মতো রুক্ষ না। ওদেরকে আরো বেশী আকর্ষণীয় করে তোলে ওদের কালো চুল। সকালের সূর্য একঝাক তরুণীর চকচকে মসৃণ ত্বকে খেলা করছে। ভিটিনার রাস্তায় আজ সুন্দরীদের মেলা বসেছে। স্থানীয় ছেলে মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায়, আবার কেউ কেউ চার/পাঁচজনের ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে খোশগল্পে মেতে উঠেছে। মাথার ওপর শান্তির নীল পতাকা, তার ওপরে নীল আকাশ। আর নিচে একদল শ্বেতাঙ্গ মানুষ বুকে অশান্তির ডিনামাইট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রীষ্মের সকালে তীব্র রোদের ওপর দিয়ে ঝিরঝিরে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আমাদের স্থানীয় সহকর্মীরা ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে। ওদের সকলের পরনে ওএসসিই-র (অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি এন্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ) বিশেষ জ্যাকেট। বুলেট প্রুফ জ্যাকেটগুলো গাড়িতে তোলা হয়েছে কি-না খবর নিতেই বেসনিক বিজলিমি এবং ইয়েতন হাসানী, যাকে সবাই টনি বলে ডাকে, ওদের বান্ধবীদের ফেলে দৌড়ে ছুটে এলো। বেসনিক আমার ভাষা সহকারী কাম সেক্রেটারী আর টনি হলো ড্রাইভার। এরা দু'জন সবসময়ই আমার দু'পাশে তটস্থ থাকে। অন্য টিম লিডাররা বলেন, কাজীর ডান-বাম। আমার ডান-বাম ছুটে এসে জানালো সব ঠিক আছে, গাড়িতে তোলা হয়েছে। আমরা কি এখন ওগুলো পড়বো বস? আমি দেখলাম ওদের চোখে মুখে উত্তেজনা।

অবশেষে ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেল। সেন্টার খুললাম সকাল সাড়ে এগারটায়।

পিয়াজ-রশুন কাভটা কি হয়েছিল শুনুন। পোজরানের একটি ছোট দোকানে ঢুকেছে দু'জন মার্কিন সৈনিক। ওদের একজন দোকানের দেয়ালে কাধের রাইফেলটি ঠেস দিয়ে নামিয়ে রেখেছে। কাধের অস্ত্র নামিয়ে রেখে দোকানে ঢোকা মোটেও সৈনিকসুলভ আচরণ হয় নি। মার্কিনীরাতো আর কোনো সার্বজনীনসুলভের ধার ধারে না। ওরা চলে মার্কিনসুলভ স্টাইলে। ওরা করে, ওদের যা মন চায়। কোথেকে ছুটে এসে একটি ১২/১৩ বছরের আলবেনিয়ান ছেলে একে-৪৭টি হাতে তুলে নেয়। নিয়েই সে উচেকা (কসোভো লিবারেশন আর্মির স্থানীয় এন্ট্রিভিয়েশন) বনে যায়। সাথে সাথে চলে যায় অ্যাকশনে, ব্যারেল তাক করে নিরস্ত্র সৈনিকটির দিকে। শিশুটি হয়ত খেলা ভেবেই এই কাজটি করেছিল। কিন্তু ইউএস সোলজার ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে যায় ওর সহকর্মীও। সহকর্মীর প্রাণ বাঁচাতে দ্বিতীয় সৈনিক গুলি চালায় শিশুটির ওপর। একটা হিষ্কা তোলারও সময় পেল না এই ছোট শিশু। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। সাস্ত হলো ওর ভবলীলা। হত্যাকারী তখন মরাকান্না জুড়ে দিল। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে মার্কিন সৈনিক। পাপের অনুশোচনা, নাকি সমূহ শাস্তির ভয়? সে বোঝাতে চায় তার কোনো দোষ নেই। সে এক নির্দোষ হত্যাকারী। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার করতে করতে সে বারবার বলছিল, সে ওর গায়ে না, গুলি চালিয়েছিল শিশুটির হাতে, ওর রাইফেলের ওপর। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। মার্কিন সৈনিকের লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিতে নিরীহ শিশুর মৃত্যু হলেও তাতে কারো কিছু আসে যায় না। হয়ত 'ফ্রেডলি ফায়ার' এর মতো এরও কোনো সুন্দর টার্মিনোলজি আছে।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কসোভোর আলবেনিয়ান সমাজ ডেমোনেস্ট্রেশন করবে? প্রশ্নই ওঠে না। আমেরিকা হলো যদের (ঈশ্বরের) দেশ। যদের দেশের সবাই যদ। যদ জীবন দিয়েছেন, আবার জীবন কেড়ে নিয়েছেন, তাতে কার কি? কসোভোর জনগনের সাথে মার্কিনীদের পিরিত এতোই ঘন যে নিহত সন্তানের পিতা তার পুত্রের হত্যাকারীকে শুধু ক্ষমাই করে দেন নি, তাকে সসম্মানে সন্তানের জানাজায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আর সেই বেহায়া হত্যাকারী বুক ফুলিয়ে স্বানন্দে জানাজায় শরীক হয়েছে।

এই ঘটনায় কে যে মহৎ আর কার যে কোথায় দাসখত, আমি কিছুই বুঝলাম না। শুধু ভাবছি ওই শিশুটি যদি আমার সন্তান হতো, তাহলে আমি কি করতাম?

৩০ জুন, ২০০৬

আবিদজান, আইভরিকোস্ট